বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ৩১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২০

তৈরি পোশাক শিল্পে নিম্নতম মজুরি : একটি কাঠামোগত প্রস্ড়াবনা এবং তার প্রায়োগিক উদাহরণ

আবুল বাসার*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি আসে এ খাতের মাধ্যমে। এ খাতের প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি পোশাক কারখানায় কাজ করে প্রায় চলিণ্ডশ লাখের মতো শ্রমিক। এদের সিংহভাগই মহিলা, যারা আগে অন্যের বাসাবাড়িতে ঝি-চাকরের কাজ করতো। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, শুধু অর্থনৈতিক নয়, নারীদের সামাজিক উন্নয়নেও এ খাতের বিরাট ভূমিকা আছে। আর তাই এই খাতের প্রসার ও উন্নয়ন আমাদের জাতীয় স্বার্থেও খুব দরকার।

বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশে শক্ত অবস্থানের মূল কারণ হলো আমাদের সস্ড়া শ্রম। তৈরি পোশাক একটি শ্রম-ঘন খাত। আর আমাদের দেশের শ্রম-প্রাচূর্য্যতা এখাতের বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় তার প্রান্ড়িক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে। আবার অনেক আগে এক বিখ্যাত প্রবন্ধে নোবেল জয়ী ক্যারিবিয়ান অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস (১৯৫৪) দেখিয়েছেন, বেকারত্বের উপস্থিতি এবং কর্মসুযোগের অভাবের ফলে শ্রমিকের মজুরি বাজার ব্যবস্থার নিয়ম মেনে নির্ধারিত হয় না। সে রকম অবস্থায় শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে।

যে কোনো বিচারে বাংলাদেশ এখনো বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। আমাদের শ্রম বাজার এখনো প্রতিযোগিতামূলক নয়। এসব বিবেচনা করে সঙ্গত কারণেই ১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার তৈরি পোশাক খাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিম্নতর মজুরি নির্ধারণ করে আসছে। তবে তা প্রতি বছর না করে কয়েক বছর পরপর করা হচ্ছে। কিন্তু নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট কাঠামো অনুসরণ করা হয় না, যার ফলে এ বিষয়ে অনেক অস্পষ্টতা তৈরি হয়। আর এই অস্পষ্টতা শ্রমিক অসন্ড়োষ সৃষ্টি করে।

এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত, শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রদান। দ্বিতীয়ত, উক্ত কাঠামোর আলোকে বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে নিম্নতম মজুরি কত হওয়া অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যৌক্তিক সে বিষয়ে আলোকপাত করা।

২। নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের কাঠামো

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ১৯৯৪ সালে পোশাক খাতের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। এ কাজের জন্য সরকার একটি মজুরি কমিশন গঠন করে, যাতে সরকার, পোশাক কারখানার মালিক এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে নিম্নতম

* রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৯৩০ টাকা। তার বারো বছর পর ২০০৬ সালে তা বাড়িয়ে করা হয় ১,৬৬২ টাকা। তার চার বছর পর ২০১০ সালে এ বেতন বাড়িয়ে করা হয় ৩,০০০ টাকা। ২০১৩ সালে ঘোষিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,৩০০ টাকা।

একটি জিনিস স্পষ্ট করা দরকার। তৈরি পোশাক শিল্পখাতে বেতন কাঠামোটি সাত স্ড়রবিশিষ্ট। ৩,০০০ টাকা হলো বেতন কাঠামোর সর্ব নিম্নস্ড়রে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি। ২০১৩ সালে ঘোষিত নিম্নতম বেতন কাঠামো অনুযায়ী তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন স্ড়রে নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি নিচের সারণিতে প্রদান করা হলো।

সারণি ১

তৈরি পোশাক শিল্পের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো

বেতন কাঠামো	নিম্নতম মজুরি (টাকা)
গ্রেড-১	১৩,০০০
গ্রেড-২	১০,৯০০
গ্রেড-৩	৬,৮০৫
গ্রেড-৪	৬,৪২০
গ্রেড-৫	৬,০৪২
গ্রেড-৬	৫,৬৭৮
গ্রেড-৭	৫,৩০০

উৎস: এসআরওনং৩৬৯-আইন/২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ৫, ২০১৩।

আরেক নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন (১৯৯১) প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের অভিপ্রায়ে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপের দুটি উদ্দেশ্যের কথা উলেণ্ঢখ করেন। একটিকে তিনি বলেছেন Protectional, আর অন্যটিকে বলছেন Promotional, যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। Protectional উদ্দেশ্যের মূল কথা হলো বর্তমানে শ্রমিকরা যে জীবন মান ভোগ করছে, তা সামনের দিনগুলোতেও অটুট রাখা। বিষয়টিকে সহজ করে বোঝানোর জন্য ধরা যাক, একজন শ্রমিক তার সমুদয় বেতন দিয়ে শুধু পুটি মাছ ক্রয় করে। আরও ধরা যাক বর্তমানে পুটি মাছের বাজার দরের ভিত্তিতে সে তার বেতন দিয়ে ১০০টি পুটি মাছ কিনতে পারে। আগামী বছর যদি পুটি মাছের দাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি না পায়, তাহলে এই শ্রমিক তার সমুদয় বেতন দিয়ে আর ১০০টি পুটি মাছ কিনতে পারবে না। Protectional উদ্দেশ্যের অর্থ হলো আগামী বছর শ্রমিকের বেতন এমনভাবে বাড়ানো যেন সে বর্ধিত মূল্যেও ১০০টি পুটি মাছ কিনতে পারে।

আর Promotional উদ্দেশ্যের অর্থ হলো আগামী বছর শ্রমিকের মূল্য এমনভাবে বাড়ানো যেন পুটি মাছের দাম বাড়া সত্ত্বেও উক্ত শ্রমিক ১০০ এর অধিক পুটি মাছ কিনতে পারে। তাকে ১০০ এর অধিক কয়টি বেশি পুটি মাছ কেনার সক্ষমতা প্রদান করা হবে সেটা সমাজ এবং সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের উপর নির্ভর। সরকার যদি জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সুফল সমহারে উক্ত শ্রমিকের মধ্যেও পৌঁছে দিতে চায়, তাহলে তার মজুরি এমনভাবে বাড়ানো হবে যেন যে হারে জাতীয় আয় বেড়েছে, সেই হারে এই শ্রমিকও তার পুটি মাছের ক্রয় ও বৃদ্ধি করতে পারে। আর যদি সরকার জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সুফল

আনুপাতিক হারের চেয়ে অধিক হারে উক্ত শ্রমিকের কাছে পৌঁছে দিতে চায়, তাহলে এমনভাবে তার মজুরি বাড়াতে হবে যেন সে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির চেয়েও বেশি হারে পুটি মাছ কিনতে পারে।

ধরা যাক, বর্তমানে একজন শ্রমিকের মজুরি হলো X এবং এ বছরের মূল্যস্ফীতি গিয়ে দাঁড়াবে শতকরা 'p' ভাগ। সরকার যদি কেবলমাত্র Protectional উদ্দেশ্যকেই গুর"ত্ব দেয়, তাহলে আগামী বছর উক্ত শ্রমিকের মজুরি হওয়া উচিত নিদেনপক্ষে X (১+ p)। যদি আগামী বছরের মজুরিকে $X_১$ দিয়ে বোঝানো হয় তাহলে,

$$X_১ = X (১+ p) \qquad (১)$$

ধরা যাক, এ বছর জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা g ভাগ। সরকার যদি Protectional এর পাশাপাশি Promotional উদ্দেশ্যকেও গুর"ত্ব দেয়, তাহলে আগামী বছর উক্ত শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হওয়া উচিত

$$X_১ = X (১+ p)(১+ wg) \qquad (২)$$

এক্ষেত্রে w সরকারের রাজনৈতিক দর্শনকে তুলে ধরে। যদি w সমান এক হয়, তার মানে দাঁড়ায়, সরকার জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সুফল সমহারে শ্রমিকের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়। আর যদি w সমান একের চেয়ে বেশি হয়, তার মানে দাঁড়ায় শ্রমিকরা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সুফল আনুপতিক হারের চেয়ে বেশি পাবে। সবশেষে, আর যদি w সমান একের চেয়ে কম হয়, তার মানে দাঁড়ায় শ্রমিকরা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সুফল আনুপাতিক হারের চয়ে কম পাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, শ্রমিকের বর্তমান মজুরি সরকারের কাছে ন্যায্য এবং কম মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার Protectional এবং Promotional উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের পরেও আগামী বছর শ্রমিকের মজুরি একটি নিদিষ্ট হারে বাড়াতে পারে। সরকার যদি Protectional এবং Promotional উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের পর শ্রমিকের মজুরি আরও শতকরা 's' হারে বাড়ায়, তাহলে শ্রমিকের মজুরি দাঁড়াবে,

$$X_১ = X (১+ p)(১+wg)(১+s) \qquad (৩)$$

উপরোলেণ্ডখিত ৩নং সমীকরণটি কোনো একটি বছরে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মূল্যস্ফীতি এবং জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি কত সেটা সরকার কর্তৃক নির্ধারণের বিষয় নয়। এ সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে এদের মান কত সেটা জানা যাবে। কিন্তু অন্য দুটি বিষয়, w এবং s এর মান কত ধরা হবে সেটা নির্ভর করবে সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের উপর। আর এদের অনুমিত মানের উপর নির্ভর করে সরকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপারে কতোটা সংবেদন তথা যত্নশীল। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, w এবং s এর মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সক্ষমতার বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

৩। প্রস্ড়াবিত কাঠামোর আলোকে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ: একটি প্রায়োগিক উদাহরণ

কিভাবে সমীকরণ ৩ ব্যবহার করে ২০১৩ সালের জন্য তৈরি পোশাকখাতের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা যায়, সেটাই এ অংশের আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশে ২০১৩ সালের আগে সর্বশেষ মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ২০১০ সালে। সমীকরণ ৩ এর ভিত্তিতে আমরা প্রথমে ২০১১ সালের জন্য নিম্নতম মজুরি কত হওয়া উচিত ছিল সেটা নির্ধারণ করবো। পরে সেটাকে ভিত্তি ধরে ২০১২ সালের মজুরি, এবং তারপর ২০১২ সালকে ভিত্তি ধরে ২০১৩ সালের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করবো।

সমীকরণ ৩ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে মূল্যস্ফীতি কত ধরা হবে সেই প্রশ্নটি। একটি জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য মূল্যস্ফীতির হার কত, সেটা নির্ভর করে সেই জনগোষ্ঠীর আয় মূলত কি ধরনের পণ্যের উপর ব্যয় হয়। আর সেই কারণেই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিবছর শহর এবং গ্রামের জন্য আলাদা করে মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করে। যেহেতু তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানাসমূহ মূলত শহরেই অবস্থিত, এবং সেখানে কর্মরত শ্রমিকেরা মূলত শহরেই বসবাস করে, তাদের মজুরি নির্ধারণের জন্য সমীকরণ ৩ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিমাপকৃত শহুরে মূল্যস্ফীতি ব্যবহার করবো।

আবার শহরে বাস করলেও তাদের ভোগ্য এবং ব্যবহার্য পণ্য অন্যান্য শহরবাসীর চেয়ে আলাদা। তাদের ভোগ মূলত খাদ্যকেন্দ্রিক। তাদের আয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয় খাদ্যের উপর। আর সেই জন্যই আমরা তাদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শহরের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ব্যবহার করবো। আর জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির বিষয়টি খুব সোজা: যেহেতু বাংলাদেশে গ্রাম এবং শহর ভিত্তিক আয়ের প্রবৃদ্ধির কোনো তথ্য নেই, সেহেতু আমরা আমাদের দেশজ উৎপাদনের যে প্রবৃদ্ধির হার সেটাই ব্যবহার করবো।

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সুফল বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের অনুমিত শর্ত হচ্ছে, এ সুফল সমহারে সবার মাঝে বণ্টন করা হবে, অর্থাৎ W=১। যেহেতু অভিযোগ করা হয় যে, ২০১৩ সালে শ্রমিকের যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়, তা ছিল নিতান্তই কম। সেই জন্য আমরা ২০১১ সালের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমীকরণ ২ থেকে প্রাপ্ত মজুরিকে শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়ে দেবো। অর্থাৎ আমরা ২০১১ সালের জন্য সমীকরণ ৩ প্রয়োগের ক্ষেত্রে S এর মান শতকরা ১০ ধরে উক্ত বছরের জন্য নিম্নতম মজুরি হিসাব করবো। অবশ্য ২০১২ এবং ২০১৩ সালের জন্য আমরা S এর মান শূন্য ধরে নেবো।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১১ অর্থবছরে শহরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৯.৭৬ ভাগ। সুতরাং কেবলমাত্র Protectional উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের জন্য ২০১১ সালে নিম্নতম মজুরি ৩,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,২৯৩ টাকা করা প্রয়োজন ছিল (সমীকরণ ১ অনুসারে)। একই অর্থবছরে জাতীয় আয়র প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬.৭ ভাগ। সুতরাং আমাদের অনুমিত শর্তে Promotional উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের জন্য নিম্নতম মজুরি হওয়া দরকার ছিল ৩,৫১৩ টাকা (সমীকরণ ২)। আর যদি S এর মান আমরা শতকরা ১০ ভাগ ধরে নেই, তাহলে ২০১১ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে নিম্নতম মজুরি হওয়ার কথা ছিল ৩,৮৬৫ টাকা।

২০১১ সালের জন্য ৩,৮৬৫ টাকাকে নিম্নতম মজুরি ধরে নিয়ে আমরা ২০১২ এবং ২০১৩ সালের জন্য সমীকরণ ৩ ব্যবহার করে নিম্নতম মজুরি হিসাব করতে পারি। নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো।

সারণি ২

২০১২ এবং ২০১৩ সালে তৈরি পোশাকশিল্পে নিম্নতম মজুরি

X	P	W	g	s	X
২০১২					
৩,৮৬৭	৩,১২২	১	০.০৬৩	০	৪,৬০৯
২০১৩					
৮,৬০৯	০.০৫২২	১	০.০৬	০	৫,১৪১

উৎস: p এবং g এর মান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক বিভাগ থেকে নেয়া।

সুতরাং আমাদের প্রস্ড়াবিত কাঠামো অনুযায়ী, তৈরি পোশাকশিল্পে ২০১৩ সালে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি ৫,১৪১ টাকা হতে হবে। অবশ্য আমরা যদি S এর মান আমরা শতকরা ১৫ ভাগ ধরি, তাহলে ২০১৩ সালে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি ৫,৩৭৫ টাকা হওয়া দরকার।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে বেতন কাঠামো সাত স্ড়র বিশিষ্ট। আমাদের প্রস্ড়াবিত কাঠামো প্রয়োগ করে বিভিন্ন স্ড়রে ২০১৩ সালে নিম্নতম মজুরি নিররূপণ করা হয়েছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩

তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন স্ড়রে বেতন কাঠামো

বেতন কাঠামো	২০১৩ সালে নিম্নতম মজুরি	২০১৩ সালের প্রাক্কলিত নিম্নতম মজুরি		২০১৩ সালে ঘোষিত নিম্নতম মজুরি
		S = ০.১	S = ০.১৫	
গ্রেড-১	৯,৩০০	১৫,৯৩৭	১৬,৬৬১	১৩,০০০
গ্রেড-২	৭,২০০	১২,৩৩৮	১২,৮৯৯	১০,৯০০
গ্রেড-৩	৪,২১৮	৭,২২৮	৭,৫৫৬	৬,৮০৫
গ্রেড-৪	৩,৮৬১	৬,৬১৬	৬,৯১৭	৬,৪২০
গ্রেড-৫	৩,৫৫৩	৬,০৮৯	৬,৩৬৫	৬,০৪২
গ্রেড-৬	৩,৩২২	৫,৬৯৩	৫,৯৫২	৫,৬৭৮
গ্রেড-৭	৩,০০০	৫,১৪১	৫,৩৭৫	৫,৩০০

৪। উপসংহার

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত। এ খাতের মজুরি এবং কর্মপরিবেশের বিষয়ে শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই নয়, বিদেশে অনেক আগ্রহ ও উদ্বেগ আছে। আর মজুরি কেন্দ্র করে প্রায়শই এ খাতে শ্রমিক অসন্ড়োষ তৈরি হয়। কখনও কখনও এ অসন্ড়োষ শ্রমিকদেরকে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনেও উদ্বুদ্ধ করে, যা দেশে বিদেশে এ খাতের ভবিষ্যৎকে সংকটাপন্ন করে তোলে। আর এ কারণেই এ খাত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মজুরি কাঠামো অতীব গুর"ত্বপূর্ণ।

এ গুর"ত্ব অনুধাবন করেই কয়েক বছর পর পর সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ খাতে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু অতীতে কয়েকবার এ কাজটি করলেও এখনো মজুরি নির্ধারণে কোনো কাঠামো অনুসরণ করা হয়নি। দৃশ্যত সে রকম কোনো কাঠামো এখন পর্যন্ড় তৈরি করা হয়নি। এ রচনায় আমরা একটি কাঠামো প্রস্ড়াব করেছি, যা নীতিগতভাবে অমর্ত্য সেনের Protectional এবং Promotional উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রস্ড়াবিত কাঠামো সরকারের রাজনৈতিক দর্শনকেও যথাযথভাবে ধারণ করতে পারে।

অতএব, ভবিষ্যতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে, স্বচ্ছতার সাথে তৈরি পোশাক খাতে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ কাঠামো সহায়ক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Lewis, A. (1954): "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour," The Manchester School Vol. 22, Issue 2.

Sen, A. & J. Dreze (1991): *Hunger and Public Action*, Oxford University Press.